সংবাদ

তারিখ ... 28 MAY 2007 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বোর্ড কর্তৃক পাঠ্যপুস্তকে জঙ্গি তৎপরতার শিক্ষা ও কিছু কথা

মাহমুদ আহমদ সুমন

বাংলাদেশে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান কীভাবে ঘটেছে? তা-কি একদিনে সৃষ্টি হয়েছে? এ দেশে মৌলবাদী উগ্র-সাম্প্রদায়িক শক্তি বহু বছর পূর্ব থেকেই সংগঠিত হতে থাকে কিন্তু তারা প্রকাশ্যে কিছু করতে পারেনি। বিগত বিএনপি-জামায়াত সরকারের আমলে তাদের ছত্রছায়ায় এরা প্রবল শক্তি অর্জন করছে এবং একযোগে সারাদেশে বোমা হামলা করে দেশবাসীকে বুঝিয়ে দিয়েছে এ দেশে মৌলবাদী শক্তির তৎপরতা কত ব্যাপক। দেখা যায় এ যাবৎ যত জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের বেশির ভাগই কোন না কোন মাদ্রাসার শিক্ষক বা ছাত্র। বলা হয়ে থাকে ইসলামের সেবার জন্য মাদ্রাসার সৃষ্টি। আসলে মাদ্রাসা জঙ্গি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। গ্রামেগঞ্জে আনাচে-কানাচে অসংখ্য মাদ্রাসা দেখতে পাওয়া যায়। আর এগুলোতেই প্রশিক্ষণ দেয়া হয় জঙ্গি তৎপরতার যা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ইতিমধ্যে ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছে। এদেশে জঙ্গি তৎপরতা বন্ধ করতে হলে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর সঠিকভাবে নজর দিতে হবে। তাদের পাঠ্যপুস্তকে কি পড়ানো হয় এবং কি রয়েছে তা বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। আমরা জানি মাদ্রাসার অধিকাংশ ছাত্র দরিদ্র পরিবার থেকে আসা, যার ফলে তাদের সামান্য জোড-লালসা দেখিয়েই জিম্মি করে ফেলা হয় এবং আত্মঘাতী হামলা করার জন্যও তারা রাজি হয়ে যায়।

যে পাঠ্যপুস্তকে ছাত্ররা হত্যার শিক্ষা পায় সেই পাঠ্যপুস্তক পড়ে ছাত্ররা হত্যার জন্য উদ্বুদ্ধ হবে না তো কি করবে। মাদ্রাসার অধিকাংশ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে অমুসলমানদের হত্যার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যেমন বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৯ শিক্ষা বর্ষ থেকে পঞ্চম শ্রেণীর আকাইদ ও ফিকাহ পাঠ্যপুস্তক রূপে নির্ধারিত যে বইটি এর ২৬ পৃষ্ঠার খতমে নবুয়ত অধ্যায়ে দেখা যায় বিতর্কিত বিষয়। এখানে বলা হচ্ছে কোন মুসলমান পরিচয় দানকারী ব্যক্তি যদি মুহাম্মদকে (সঃ) শেষ নবী বলে বিশ্বাস না করে কিংবা এ ক্ষেত্রে চিন্তা করার জন্য তাকে কিছু সময় দেওয়ার পরও যদি মুহাম্মদের (সঃ) খতমে নবুয়তকে অস্বীকার করে তবে মুসলিম সরকার তাকে হত্যার অধিকার রাখে। ২০০৩ শিক্ষাবর্ষের পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকেও একই কথা রয়েছে।

এখন চিন্তার বিষয়, কোন সরকার কি ধর্মের ব্যাপারে কাউকে হত্যার অধিকার রাখে? ধর্ম তো যার যার ব্যক্তিগত বিষয় আর রাষ্ট্র তো হলো সবার। পবিত্র কোরআনের কোথাও এবং রাসূল করিম (সঃ)-এর কোন হাদিসে তো এমন কোন শিক্ষা পাওয়া যায় না যেখানে তাকে (সঃ) শেষ নবী বলে বিশ্বাস না করলে হত্যার কথা রয়েছে। তাহলে শিক্ষার নামে কেন এই অপশক্তি সৃষ্টি এবং ইসলামের নামে ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করা হচ্ছে? এ ধরনের পাঠ্যপুস্তক থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেই ছাত্ররা মাথায় কাফনের কাপড় বেধে জঙ্গিবাদ ধারণ করে রাস্তায় নেমে মিছিল ভাঙচুর করতে দেখা যায়।

আমরা দেখতে পাই, এ দেশে কিছুদিন পর পর মৌলবাদী উগ্রসাম্প্রদায়িক শক্তি আহমদিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়; যেমন তাদের অবরোধ করে রাখা, মসজিদে আগুন লাগানো, মসজিদ ভাঙচুর করা, বোমা মেরে তাদের লোকদের হত্যা করা, নারী-শিশুদের ওপর নির্যাতন চালানো, তাদের মসজিদ-উপাসনালয়ের সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেওয়া, তাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করা ইত্যাদি কর্মসূচি এরা পালন করে থাকে। তাদের মতে, যারা হযরত রাসূল করিম (সঃ) কে শেষ নবী না মানবে তাদের স্বাধীনভাবে চলাফেলা করতে দেয়া যাবে না, তাদের একমাত্র শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। মৌলবাদীরা সহজ-সরল দেশবাসীকে বুঝিয়েছে যে আহমদিয়ারা তাদের ভাষায় 'কাদিয়ানি' আমাদের নবীকে (সঃ) শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী মানে না তাই তারা কাফের, তাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, আর যেহেতু মাদ্রাসার ছাত্ররা তাদের পাঠ্যপুস্তকে এই বিষয়টি পড়েই সামনে অগ্রসর হচ্ছে তাদের বেলায় আর নতুন করে বুঝতে হয় না। অথচ আহমদিয়া জামায়াতের সদস্যরা হযরত রাসূল করিমকে (সঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী ঠিকই মানে। দেখা যায়, অনেক বছর থেকেই আহমদিয়াবিরোধী আন্দোলন করে যাচ্ছে এক প্রকার উগ্র মৌলবাদীগোষ্ঠী আর এই আন্দোলনে তারা সফলও হচ্ছে। গত ১ মে, তথাকথিত 'জাদিদ আল কায়দা বাংলাদেশ' নামের একটি জঙ্গি সংগঠন দেশের তিনটি রেলস্টেশনে একযোগে বোমা হামলা করে আহমদিয়া সম্প্রদায়কে যে হুমকি দিয়েছে তাতেও উল্লেখ ছিল আহমদিয়া সম্প্রদায় আগামী ১০ মের মধ্যে হযরত মুহাম্মদকে (সঃ) সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী না মানলে তাদের মৃত্যু নিশ্চিত। ঠিক একই বিষয় মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তকে রয়েছে আর আহমদিয়া বিরুদ্ধ আন্দোলনকারীরাও একই দাবি নিয়ে আন্দোলন করে যাচ্ছে। অথচ আহমদিয়া সম্প্রদায় বরাবরই বলে এসেছে আমরা নবী করীমকে (সঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হিসেবে মানি। যেমন গত ৭ মে ২০০৭ আহমদিয়া সম্প্রদায়ের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। ওই সংবাদ সম্মেলনে তারা স্পষ্টভাবে বলেন আমাদের কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' কালেমা, নামাজ, রোজা, যাকাত এবং হজ– যে পাঁচটি স্তম্ভের ওপর ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত আমরা এর প্রতিটির ওপর আমল করি। আমরা মহানবী ও বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদকে (সঃ) খাতামান্নাবীঈন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী বলে সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করি। আরবি ভাষায় 'খাতাম' শব্দের যত প্রকার অর্থ হতে পারে আমরা তার সব অর্থেই হযরত মুহাম্মদকে (সঃ) খাতামান্নাবীঈন বলে বিশ্বাস করি। হযরত রাসূল করীমের (সঃ) পর নতুন কোন ধর্ম এবং শরীয়ত নিয়ে কোন নবীর আগমন হবে না। তবে অন্যান্য ফিকাহর নামে আমাদের পার্থক্য কেবল রাসূল করীমের (সঃ) একটি ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাকে কেন্দ্র করে। অন্যান্যরা শেষ যুগে আগমনকারী হযরত ইমাম মাহদীর (আঃ) আগমনের অপেক্ষায় রয়েছেন। আর আহমদিয়া বিশ্বাস করেন, হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) ইতোমধ্যে এসে গেছেন।

পার্থক্য কেবল প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আঃ) এসেছেন কি আসেন নাই, আর দাবিকারকের সত্যতা নিয়ে। এখন কথা হলো তিনি সত্য না মিথ্যা এটা তো দলিল প্রমাণে যাচাই করার বিষয়, মারামারি, বোমা হামলা করে অরাজকতা সৃষ্টি করা তো ইসলামের বিপরীত। প্রশ্ন হলো সরকারি পাঠ্যপুস্তকে কীভাবে কাউকে হত্যা করার শিক্ষা দেয়। ইমান আনা না আনা এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। যেখানে স্বয়ং রাসূল করিমকে (সঃ) আল্লাহ বলেছেন, 'আল্লাহ যদি ইচ্ছা করিতেন তবে তাহারা শিরক করিত না এবং তোমাকে তাহাদের জন্য রক্ষক নিযুক্ত করি নাই, আর তুমি তাহাদের অভিভাবকও নও' (সূরা আন আম, আয়াত-১০৭)। আরেক স্থানে বলা হয়েছে 'তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিলে পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা সকলেই অবশ্যই ঈমান আনিত, তবে তুমি মু'মিন হইবার জন্য মানুষের ওপর জবরদস্তি করিবে? (সূরা ইউনুস আয়াত-৯৯)। পবিত্র কোরআনের কোথাও খতমে নবুয়ত অস্বীকার করলে হত্যার শিক্ষা নাই। তাহলে কেন ধর্মের শিক্ষার নামে ভুল শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে বিষয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভেবে দেখা উচিত। কীভাবে এত বড় জঙ্গি তৎপরতার শিক্ষা বোর্ডের পাঠ্যপুস্তকে প্রবেশ করল তা খতিয়ে দেখা দরকার এবং যারা এর সঙ্গে জড়িত তাদের সবাইকে বিচারের আওতায় এনে শাস্তি প্রদান করাও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জঙ্গি দমনের একটি মাধ্যম হিসেবে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে, আর এখন থেকে যেন এই ধরনের অপশিক্ষার অধ্যায় বাদ দিয়ে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ করা হয়